BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

# BUKHARI SHARIF (5th VOLUME)

NET RELEASE : WWW.BANGLAINTERNET.COM

## PART : SORTABOLI

# كِتَابُ الشُّرُوْطِ

# শর্তাবলী

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

# كِتَابُ الشُّرُوْطِ

# অধ্যায় ঃ শর্তাবলী

## ١٦٨٧. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِى الْاِسْلَامِ وَالْاَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ

১৬৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণ, আহ্‌কাম ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জায়িয

٢٥٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيْهَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لَا يَاْتِيْكَ اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذَالِكَ وَامْتَعَضُوْا مِنْهُ ، وَاَبٰى سُهَيْلٌ اِلَّا ذَالِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى ذَالِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ اَبَا جَنْدَلٍ اِلٰى اَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَاْتِهِ اَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ اِلَّا رَدَّهُ فِىْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَاِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِىَ عَاتِقٌ فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْاَلُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ اَنْ يَرْجِعَهَا اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا اِلَيْهِمْ لِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِنَّ : اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ

banglainternet.com

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ الاٰيَةَ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الاٰيَةِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ اِلَى غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ، قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَةِ مَا بَايَعَهُنَّ اِلاَّ بِقَوْلِهِ

২৫৩০ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকাইর (র).....মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেন, সেদিন (সুলহে হুদায়বিয়ার দিন) সুহাইল ইবন আমর যখন সন্ধিপত্র লিখলেন তখন সুহাইল ইবন আমর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি এরূপ শর্ত আরোপ করল যে, আমাদের কেউ আপনার কাছে আসলে সে আপনার দীন গ্রহণ করা সত্ত্বেও আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। আর আমাদের ও তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। মুমিনরা এটা অপছন্দ করলেন এবং এতে ক্রুদ্ধ হলেন। সুহাইল এটা ছাড়া সন্ধি করতে অস্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে শর্ত মেনেই সন্ধিপত্র লেখালেন। সেদিন তিনি আবু জানদাল (রা)-কে তার পিতা সুহাইল ইব্ন আমরের কাছে ফেরত দিলেন এবং সে চুক্তির মেয়াদের কালে পুরুষদের মধ্যে যেই এসেছিলো মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে ফেরত দিলেন। মুমিন মহিলাগণও হিজরত করে আসলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইব্ন আবু মুয়ায়ত (রা) ছিলেন। তিনি ছিলেন যুবতী। তাঁর পরিজন একা তাঁকে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে দাবী জানালো। কিন্তু তাঁকে তিনি তাদের কাছে ফেরত দিলেন না। কেননা, সেই মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করেছিলেনঃ মুমিন মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তাদের তোমরা পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না (৬০ ঃ ১০)। উরওয়া (রা) বলেন, আয়িশা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ.... غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ এই আয়াতের ভিত্তিতেই তাদের পরীক্ষা করে দেখতেন। উরওয়া (রা) বলেন, আয়িশা (রা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এই শর্তে সম্মত হতো তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু একথা বলতেন, 'আমি তোমাকে বায়আত করলাম। আল্লাহর কসম! বায়আত গ্রহণে তাঁর হাত কখনো কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের শুধু (মুখের) কথার মাধ্যমে বায়আত করেছেন।

٢٥٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاشْتَرَطَ عَلَىَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

banglainternet.com

২৫৩১ আবূ নুআইম (র)..... যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি কল্যাণ কামনার শর্ত আরোপ করলেন।

٢٥٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৫৩২ মুসাদ্দাদ (র)..... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছি, সালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে।

## ١٦٨٨. بَابُ اِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ

### ১৬৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা

٢٥٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

২৫৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করলে বিক্রেতা তার ফল পাবে, অবশ্য ক্রেতা শর্তারোপ করলে ভিন্ন কথা অর্থাৎ সে পাবে।

## ١٦٨٩. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْبَيْعِ

### ১৬৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ে শর্তারোপ করা

٢٥٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَبَوْا، وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ

banglainternet.com

عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ ، فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا ابْتَاعِيْ فَاَعْتِقِيْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২৫৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা) একবার তাঁর কাছে এসে তার চুক্তি পত্রের (অর্থ আদায়ের) ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন পর্যন্ত সে চুক্তির অর্থ কিছুই আদায় করেনি। আয়িশা (রা) তাকে বললেন, 'তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা যদি ইহা পছন্দ করে যে, আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার চুক্তিপত্রের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব, আর তোমার ওয়ালা আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তাই করব।' বারীরা (রা) তার মালিককে সে কথা জানালে তারা অস্বীকার করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে দিয়ে সাওয়াব হাসিল করতে চান তবে করুন, তোমার ওয়ালা কিন্তু আমাদেরই থাকবে। আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সে কথা জানালে তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তাকে খরীদ কর এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা সে-ই পাবে যে আযাদ করবে।'

## ١٦٩٠. بَابُ اِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ اِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

### ১৬৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাওয়ার শর্তে পশু বিক্রি করা জায়িয

٢٥٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْيَا فَمَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ لاَ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ اِلَى اَهْلِيْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا اَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِيْ ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَاَرْسَلَ عَلَى اِثْرِيْ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ لِاَخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَالِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ اَفْقَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ اِسْحَاقُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ فَبِعْتُهُ عَلَى اَنَّ لِيْ فُقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى اَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَفْقَرَنَاكَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، وَقَالَ الاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ

banglainternet.com

تَبَلَّغْ عَلَيْهِ اِلَى اَهْلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوُقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ اَخَذْتُهُ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَهٰذَا يَكُوْنُ اُوْقِيَّةً عَلٰى حِسَابِ الدِّيْنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَاَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ اُوْقِيَّةُ ذَهَبٍ ، وَقَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيْقِ تَبُوْكَ اَحْسِبُهُ قَالَ بِاَرْبَعِ اَوَاقٍ وَقَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوُقِيَّةٍ اَكْثَرُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاِشْتِرَاطُ اَكْثَرُ وَاَصَحُّ عِنْدِىْ

২৫৩৫ আবূ নুআইম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করছিলেন, সেটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার জন্য) আঘাত করে সেটির জন্য দুআ করলেন। ফলে উটটি এত দ্রুত চলতে লাগলো যে, কখনো তেমন দ্রুত চলেনি। তারপর তিনি বললেন, 'এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার কাছে বিক্রি কর।' আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'এটি আমার কাছে এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর।' তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম। কিন্তু আমার স্বজনের কাছে পৌছা পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার অধিকার রেখে দিলাম। তারপর উট নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য দিলেন। তারপর আমি চলে গেলাম। তখন আমার পেছনে লোক পাঠালেন। পরে বললেন, 'তোমার উট নেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও এটি তোমারই মাল।' শু'বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটটির পেছনে মদীনা পর্যন্ত আমাকে সওয়ার হতে দিলেন। ইসহাক (র) জারীর (র) সূত্রে মুগীরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, আমি সেটি এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, 'মদীনায় পৌছা পর্যন্ত তার পিঠে সাওয়ার হওয়ার অধিকার আমার থাকবে। 'আতা (র) প্রমুখ বলেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন) মদীনা পর্যন্ত তোমার তাতে সওয়ার হওয়ার অধিকার থাকবে। ইব্ন মুনকাদির (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হওয়ার শর্ত করেছেন। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমার প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে পারবে। আবূ যুবাইর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাকে মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে দিলাম। আমাশ (র) সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এর উপর সওয়ার হয়ে তুমি পরিজনের কাছে পৌছবে। উবাইদুল্লাহ্ ও ইব্ন ইসহাক (র) ওয়াহাব (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এক উকিয়ার বিনিময়ে সেটি

banglainternet.com

খরীদ করেছিলেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে যায়দ ইব্ন আসলাম (র) ওয়াহাব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। ইব্ন জুরাইজ (র) আতা (র) প্রমুখ সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,) আমি এটাকে চার দীনারের বিনিময়ে নিলাম। দশ দিরহামে এক দীনার হিসাবে তাতে এক উকিয়াই হয়। মুগীরা (র) শাবী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে এবং ইবন মুনকাদির ও আবূ যুবাইর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় মূল্য উল্লেখ করেননি। আমাশ (র) সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় এক উকিয়া স্বর্ণ উল্লেখ করেছেন। সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে আবূ ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে দু'শ দিরহামের বিনিময়ে। উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মিকসাম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে দাউদ ইবন কায়স (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সেটি তাবুকের পথে খরীদ করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে। আবূ নাযরা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সেটি বিশ দীনারে খরীদ করেছেন। তবে শাবী (র) কর্তৃক বর্ণিত, এক উকিয়াই অধিক বর্ণিত। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, (রিওয়ায়াতে বিভিন্ন রকমের হলেও) শর্ত আরোপ কৃত রিওয়ায়েতই অধিক সূত্রে বর্ণিত এবং আমার মতে এটাই অধিক সহীহ।

## ١٦٩١. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْمُعَامَلَةِ

## ১৬৯১. পরিচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষ ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী

٢٥٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لاَ فَقَالَ تَكْفُوْنَا الْمَؤُنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِى الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

২৫৩৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ নবী ﷺ -কে বললেন, 'আমাদের ও আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করে দিন।' তিনি বললেন, না। তখন তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে আর তোমাদের আমরা ফলের অংশ দিব।' তারা (মুহাজিরগণ (রা)) বললেন, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।'

٢٥٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

২৫৩৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার (-এর ভূমি) ইয়াহুদীদেরকে দিলেন এ শর্তে যে, তারা তাতে কাজ করবে এবং তাতে ফসল ফলাবে, তাতে যা উৎপন্ন হবে তারা তার অর্ধেক পাবে।

banglainternet.com

١٦٩٢. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ اِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ وَلَكَ مَا اَشْتَرَطْتَ وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَصَدَقَنِىْ وَوَعَدَنِىْ فَوَفٰى لِىْ

১৬৯২ পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহ বন্ধনের সময় মাহরের ব্যাপারে শর্তাবলী। উমর (রা)..... বলেন, দাবী দাওয়া নির্ধারণ শর্তারোপের সময়। আর তুমি যে শর্ত করেছ, তাই তোমার প্রাপ্য। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তার এক জামাতার কথা বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর জামাতা হিসেবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, সে আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে তা সত্য বলে প্রমাণ করেছে। আর আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে তা পূরণ করেছে

٢٥٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

২৫৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শর্তাবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ।

١٦٩٣. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْمُزَارَعَةِ

১৬৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ চাষাবাদের শর্তাবলী

٢٥٣٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِىَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : كُنَّا اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هٰذِهِ فَنُهِيْنَا عَنْ ذَالِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرَقِ

২৫৩৯ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র)..... রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে আমরা অধিক শষ্য ক্ষেতের মালিক ছিলাম। তাই আমরা ক্ষেত বর্গা দিতাম। কখনো এ অংশে ফসল হতো, আর ঐ অংশে ফসল হতো না। তখন আমাদের তা করতে নিষেধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে চাষ করতে দিতে নিষেধ করা হয়নি।

banglainternet.com

## ١٦٩٤. بَابُ مَالاَ يَجُوْزُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِى النِّكَاحِ

১৬৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ বিয়েতে যে সব শর্ত বৈধ নয়

٢٥٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ تَسْاَلِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ اِنَاءَهَا

২৫৪০ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় করবে না। আর তোমরা (দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) দালালী করবে না। কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের উপরে দাম না বাড়ায় এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের (বিয়ের) প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের চেষ্টা না করে, যেন তার পাত্রের অধিকারী হয়ে যায়।

## ١٦٩٥. بَابُ الشُّرُوْطِ الَّتِىْ لاَتَحِلُّ فِى الْحُدُوْدِ

১৬৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ দণ্ডবিধানে যে সব শর্ত বৈধ নয়

٢٥٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُمَا قَالاَ اِنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْئْذَنْ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِاْمْرَاَتِهِ وَاِنِّى اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِىَ الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاءَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ فَسَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّمَا عَلَى ابْنِىْ مِاْئَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاَنَّ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ

banglainternet.com

مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ اُغْدُ يَا اُنَيْسُ اِلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ فَاَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَمَهَا

২৫৪৯ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক ফয়সালা করুন।' তখন তার প্রতিপক্ষ, যে তার তুলনায় সমঝদার সে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করুন এবং আমাকে (ঘটনাটি খুলে বলার) অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'বল'। সে বলল, আমার ছেলে এর কাছে মজুর ছিলো। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, আমার ছেলের উপর রাজম প্রযোজ্য। তখন আমি তাকে (ছেলেকে) একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। পরে আমি আলিমদের জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। আর স্ত্রীর দণ্ড রাজম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করব। বাঁদী এবং একশ' বকরী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে। আর তোমার ছেলের দণ্ড একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। হে উনায়স। আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রাজম করবে। (রাবী বলেন) উনায়স (রা) পরদিন সকালে সে স্ত্রীলোকের কাছে গেলেন। সে যিনার অপরাধ স্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তাকে রাজম করা হল।

## ١٦٩٦ . بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكَاتَبِ اِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى اَنْ يُعْتَقَ

**১৬৯৬ পরিচ্ছেদ ঃ মুক্তি দেওয়া হবে এ শর্তে মুকাতাব বিক্রিত হতে রাযী হলে তার জন্য কি কি শর্ত জায়িয**

٢٥٤٢ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اشْتَرِيْنِيْ فَاِنَّ اَهْلِيْ يَبِيْعُوْنِيْ فَاَعْتِقِيْنِيْ قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ اِنَّ اَهْلِيْ لاَ يَبِيْعُوْنِيْ حَتّٰى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِيْ قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْكِ فَسَمِعَ ذَالِكَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَاْنُ بَرِيْرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا وَلْيَشْتَرِطُوْا مَا شَاؤُا قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا فَاَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ

banglainternet.com

২৫৪২ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুকাতাবা অবস্থায় বারীরা আমার কাছে এসে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে খরীদ করুন। কারণ আমার মালিক আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। তারপর আমাকে আযাদ করে দিন। তিনি বললেন, 'বেশ, বারীরা বলল, 'ওয়ালার অধিকার মালিকের থাকবে- এ শর্ত না রেখে তারা আমাকে বিক্রি করবে না।' তিনি বললেন, তবে তোমাকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। পরে নবী ﷺ তা শুনলেন। কিংবা (রাবীর বর্ণনা) তাঁর কাছে সে সংবাদ পৌছল। তখন তিনি বললেন, বারীরার ব্যাপার কী? এবং বললেন, তাকে খরীদ কর। তারপর তাকে আযাদ করে দাও। তারা যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করুক। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর আমি তাকে খরীদ করলাম এবং আযাদ করে দিলাম। তার মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে, তারা শত শর্ত আরোপ করলেও।

## ١٦٩٧. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الطَّلاَقِ وَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ الْحَسَنُ وَ عَطَاءٌ اِنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ اَوْ اَخَّرَ فَهُوَ اَحَقُّ بِشَرْطِهِ

**১৬৯৭ পরিচ্ছেদ ঃ তালাকের ব্যাপারে শর্তাবলী। ইব্‌ন মুসাইয়িব, হাসান ও আতা (র) বলেন, তালাক প্রথমে বলুক বা শেষে বলুক, তা শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য**

٢٥٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّىْ وَاَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلاَعْرَابِىِّ وَاَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا ، وَاَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَنَهٰى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ + تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَهٰى وَقَالَ اٰدَمُ نُهِيْنَا وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهٰى

২৫৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আরআরা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা থেকে মাল খরীদ করতে নিষেধ করেছেন। আর বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজিরদের বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (অপর স্ত্রীলোকের) তালাকের শর্তারোপ না করে আর কোন লোক যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে এবং নিষেধ করেছেন দালালী করতে, (মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) এবং স্তন্যে দুধ জমা করতে (ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে)। মুআয ও আবদুস সামাদ (র) শু'বা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন আরআরা (র)-এর অনুসরণ করেছেন। গুনদার ও আবদুর রহমান (র) نَهٰى বলেছেন এবং আদম (র) বলেছেন, نُهِيْنَا আর নাযর ও হাজ্জাজ ইবন মিনহাল বলেছেন, نَهٰى।

banglainternet.com

## ١٦٩٨. بَابُ الشُّرُوْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

১৬৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ লোকদের সাথে মৌখিক শর্তারোপ

٢٥٤٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَعْلَى ابْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِيْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُوْسٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَتِ الْاُوْلٰى نِسْيَانًا وَالْوُسْطٰى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا فَقَتَلَهُ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَرَاَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ

২৫৪৪ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (রা)..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র রাসূল মূসা (আ) বলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। (এ প্রসঙ্গে খিযর (আ)-এর এ উক্তিটি উল্লেখ করেন যা তিনি মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন), আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না? (মূসা (আ)-এর আপত্তি) প্রথমটি ছিল ভুলবশত, দ্বিতীয়টি শর্ত স্বরূপ, তৃতীয়টি ইচ্ছাকৃত। মূসা (আ) বললেন, আপনি আমার ভুলের কারণে আমার দোষ ধরবেন না এবং আমার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। তাঁরা উভয়ে এক বালকের সাক্ষাত পেলেন এবং খিযর (আ) তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছু দূর এগিয়ে তাঁরা পতনোন্মুখ একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিযর (আ) প্রাচীরটি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) আয়াতের (وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ) এর স্থলে اَمَامَهُمْ مَلِكٌ পড়েছেন।

## ١٦٩٩. بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْوَلَاءِ

১৬৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ 'ওয়ালা'[১]-এর অধিকার লাভের শর্ত আরোপ

٢٥٤٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِيْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ اَهْلِيْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ

banglainternet.com

عَامٍ اُوْقِيَةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ فَقَالَتْ اِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِيْ ، فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى اَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَاَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ اِنِّيْ قَدْ عَرَضْتُ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২৫৪৫ ইসমাঈল (র)........ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিকের সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে আমাকে আযাদ করার এক চুক্তি করেছি। প্রতি বছর এক উকিয়া করে পরিশোধ করতে হবে। তাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আয়িশা (রা) বললেন, তারা যদি এ শর্তে রাযী হয় যে, আমি তাদের সমস্ত প্রাপ্য এক সাথে দিয়ে দিই এবং তোমার ওয়ালা আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তা করব। বারীরা তার মালিকের কাছে গিয়ে তাদের একথা বলল; কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল। তারপর বারীরা তাদের কাছ থেকে ফিরে এল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা ছিলেন। বারীরা বলল, আমি তাদের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করেছি, ওয়ালার অধিকার তাদের জন্য না হলে, এতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। নবী ﷺ শুনলেন এবং আয়িশা (রা)-ও তাঁকে অবহিত করলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি বারীরাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার অধিকারের শর্ত মেনে নাও। কেননা ওয়ালা অধিকার তো তারই যে আযাদ করবে। আয়িশা (রা) তাই করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করে বললেন, 'লোকদের কি হল যে, তারা এমন সব শর্তারোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই? আল্লাহ্‌র কিতাবের বহির্ভূত যে কোন শর্ত বাতিল, যদিও শত শর্ত আরোপ করা হয়। আল্লাহ্‌র ফয়সালা যথার্থ ও তাঁর শর্ত সুদৃঢ়। ওয়ালা তো তারই যে আযাদ করে।'

## ١٧٠٠. بَابُ اِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ اِذَا شِئْتُ اَخْرَجْتُكَ

১৭০০. পরিচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আমি তোমাকে বের করে দিব

٢٥٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى اَبُوْ غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدَعَ اَهْلُ

banglainternet.com

خَيْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ اللّٰهُ وَاِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ اِلٰى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِىَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُ هُمْ هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَاَيْتُ اِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمَرُ عَلٰى ذَالِكَ اَتَاهُ اَحَدُ بَنِىْ اَبِى الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُخْرِجُنَا وَقَدْ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَامَلَنَا عَلَى الْاَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَالِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنْتَ اَنِّىْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ اِذَا اُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوْبِكَ قَلُوْصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هٰذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ اَبِى الْقَاسِمِ، قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ فَاَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَاَعْطَاهُمْ قِيْمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَاِبِلًا وَعُرُوْضًا مِنْ اَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَالِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِخْتَصَرَهُ

২৫৪৬ আবূ আহ্‌মদ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খায়বারবাসীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাত পা ভেঙ্গে দিল, তখন উমর (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে তাদের বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে চুক্তি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ্ তাআলা যতদিন তোমাদের রাখেন, ততদিন আমরাও তোমাদের রাখব। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর নিজ সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য খায়বার গমন করলে এক রাতে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয় এবং তাঁর দু'টি হাত পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সেখানে ইয়াহুদীরা ছাড়া আর কোন শত্রু নেই। তারাই আমাদের দুশমন। তাদের উপর আমাদের সন্দেহ। অতএব আমি তাদের নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উমর (রা) যখন এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন, তখন আবূ হুকায়ক গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কি আমাদের খায়বার থেকে বহিষ্কার করবেন? অথচ মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। আর উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদের সাথে বর্গাচাষের ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের এ শর্তে দেন।' উমর (রা) বললেন, 'তুমি কি মনে করেছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সে উক্তি ভুলে গিয়েছি, তোমার কি অবস্থা হবে, যখন তোমাকে খায়বার থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তোমার উটগুলো রাতের পর রাত তোমাকে নিয়ে ছুটবে।' সে বলল, এ উক্তি তো আবুল কাসিম এর পক্ষ থেকে বিদ্রূপ স্বরূপ ছিল।' উমর (রা) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছ।' তারপর উমর

banglainternet.com

(রা) তাদের নির্বাসিত করেন এবং তাদের ফসলাদি, মালপত্র, উট, লাগাম রশি ইত্যাদি সামগ্রীর মূল্য দিয়ে দেন। রিওয়ায়াতটি হাম্মাদ ইবন সালামা (র)..... উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।

## ١٧٠١. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْجِهَادِ وَ الْمُصَالَحَةِ مَعَ اَهْلِ الْحَرْبِ وَ كِتَابَةِ الشُّرُوْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

**১৭০১. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে জিহাদ ও সন্ধির ব্যাপারে শর্তারোপ এবং লোকদের সাথে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা**

٢٥٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ فِىْ خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً فَخُذُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَوَاللّٰهِ مَا شَعَرَبِهِمْ خَالِدٌ حَتّٰى اِذَاهُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِىْ يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَاَلَحَّتْ ، فَقَالُوْا خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ خَلَاتِ الْقَصْوَاءِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَسْئَلُوْنِىْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلاَّ اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّٰى نَزَلَ بِاَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلٰى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلْبِثْهُ النَّاسُ حَتّٰى نَزَحُوْهُ وَشُكِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَطَشُ ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّىِ حَتّٰى صَدَرُوْا عَنْهُ ،

banglainternet.com

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَالِكَ اِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوْا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ تِهَامَةَ ، فَقَالَ اِنِّيْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُوَيٍّ نَزَلُوْا اَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَافِيْلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ اَحَدٍ وَلٰكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ وَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَاَضَرَّتْ بِهِمْ فَاِنْ شَاءُوْا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ النَّاسِ فَاِنْ اَظْهَرْ ، فَاِنْ شَاءُوْا اَنْ يَدْخُلُوْا فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوْا وَاِلاَّ فَقَدْ جَمُّوْا وَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاُقَاتِلَنَّهُمْ عَلٰى اَمْرِيْ هٰذَا حَتّٰى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِيْ ، وَلَيُنْفِذَنَّ اللّٰهُ اَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلٌ سَاُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُوْلُ ، قَالَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى قُرَيْشًا ، قَالَ اِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ قَوْلاً ، فَاِنْ شِئْتُمْ اَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا قَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لاَ حَاجَةَ لَنَا اَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَيْ قَوْمِ اَلَسْتُ بِالْوَالِدِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَوَ لَسْتُمْ بِالْوَلَدِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُوْنِيْ قَالُوْا لاَ قَالَ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ اسْتَنْفَرْتُ اَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَّحُوْا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِاَهْلِيْ وَوَلَدِيْ وَمَنْ اَطَاعَنِيْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ هٰذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوْهَا وَدَعُوْنِيْ اٰتِيْهِ قَالُوْا ائْتِهِ فَاَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ اَيْ مُحَمَّدُ اَرَاَيْتَ اِنْ اسْتَاْصَلْتَ اَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِاَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ اَصْلَهُ قَبْلَكَ ، وَاِنْ تَكُنِ الْاُخْرٰى ، فَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَاَرٰى وُجُوْهًا ، وَاِنِّيْ لَاَرٰى اَشْوَابًا مِنَ

banglainternet.com

النَّاسِ خَلِيْقًا اَنْ يَفِرُّوْا وَيَدَعُوْكَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ امْصَصْ بَظْرَ اللَّاتِ اَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوْا اَبُوْ بَكْرٍ اَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِيْ لَمْ اَجْزِكَ بِهَا لَاَجَبْتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ اَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ وَ مَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا اَهْوٰى عُرْوَةُ بِيَدِهِ اِلٰى لِحْيَةِ النَّبِيِّ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ اَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ اَيْ غُدَرُ اَلَسْتُ اَسْعٰى فِيْ غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَاَخَذَ اَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاَسْلَمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا الْاِسْلَامَ فَاَقْبَلُ وَاَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ ثُمَّ اِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَيْنَيْهِ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَاِذَا اَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا اَمْرَهُ ، وَاِذَا تَوَضَّاَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى وَضُوْئِهِ ، وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّوْنَ اِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَيْ قَوْمِ وَاللّٰهِ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوْكِ، وَ وَفَدْتُ عَلٰى قَيْصَرَ وَكِسْرٰى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللّٰهِ اِنْ رَاَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ اَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا ، وَاللّٰهِ اِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَاِذَا اَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا اَمْرَهُ ، وَاِذَا تَوَضَّاَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى وَضُوْئِهِ ، وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّوْنَ اِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ ، وَاِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ دَعُوْنِيْ اٰتِيْهِ فَقَالُوْا اْئْتِهِ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

وَاَصْحَابِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُوْنَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوْهَا لَهُ فَبُعِثَتْ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّوْنَ فَلَمَّا رَاَى ذَالِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا يَنْبَغِىْ لِهٰؤُلَاءِ اَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ قَالَ رَاَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَاُشْعِرَتْ فَمَا اَرٰى اَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُوْنِىْ اٰتِيْهِ فَقَالُوْا اْتِهِ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ اِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرٌ فَاَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ : هَاتِ اُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ : اَمَّا الرَّحْمٰنُ فَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ مَا هُوَ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : وَاللّٰهِ لَا نَكْتُبُهَا اِلَّا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ ، ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللّٰهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلٰكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِنْ كَذَّبْتُمُوْنِىْ اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَذَالِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْاَلُوْنِىْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلَّا اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اَنْ تُخَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفَ بِهِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللّٰهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ اَنَّا اُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلٰكِنْ ذَالِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلٰى اَنَّهُ لَا يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ

banglainternet.com

وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كَيْفَ يُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا ، فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ دَخَلَ اَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِىْ قُيُوْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ اَسْفَلِ مَكَّةَ حَتّٰى رَمٰى بِنَفْسِهِ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ اَوَّلُ مَا اُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ اَنْ تَرُدَّهُ اِلَىَّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ، قَالَ فَوَاللّٰهِ اِذًا لَمْ اُصَالِحْكَ عَلٰى شَىْءٍ اَبَدًا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَجِزْهُ لِىْ قَالَ مَا اَنَا بِمُجِيْزِ ذَالِكَ قَالَ بَلٰى فَافْعَلْ قَالَ مَا اَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلْ قَدْ اَجَزْنَاهُ لَكَ قَالَ اَبُوْ جَنْدَلٍ اَىْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا اَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَلَسْتَ نَبِىَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِىْ الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَسْتُ اَعْصِيْهِ وَهُوَ نَاصِرِىْ قُلْتُ اَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَاْتِى الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى فَاَخْبَرْتُكَ اَنَّا نَاتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَوَّفٌ بِهِ ، قَالَ فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَيْسَ هٰذَا نَبِىَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اَيُّهَا الرَّجُلُ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِىْ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللّٰهِ اِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ اَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَاْتِى الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى اَفَاَخْبَرَكَ اَنَّكَ تَاْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَوَّفٌ بِهِ ، قَالَ الزُّهْرِىُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَالِكَ اَعْمَالاً قَالَ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ قُوْمُوْا

banglainternet.com

فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتّٰى قَالَ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ اَحَدٌ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِىَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَتُحِبُّ ذَالِكَ اُخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ اَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً ، حَتّٰى تَنْحَرَ بَدْنَكَ ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا مِنْهُمْ حَتّٰى فَعَلَ ذَالِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَاَوْ ذَالِكَ قَامُوْا فَنَحَرُوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ حَتّٰى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ اُمَّ رَاَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِى الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ اِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَالْاُخْرٰى صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّةَ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ اَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ ، فَاَرْسَلُوْا فِىْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِىْ جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَخَرَجَا بِهِ حَتّٰى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوْا يَاْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ لِاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْاٰخَرُ فَقَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُ لَقَدْ رَاٰى هٰذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِىْ وَاِنِّىْ لَمَقْتُوْلٌ ، فَجَاءَ اَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاللّٰهِ قَدْ اَوْفَى اللّٰهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِىْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ اَنْجَانِىَ اللّٰهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَيْلُ اُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ اَحَدٌ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَالِكَ عَرَفَ اَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اِلَيْهِمْ

banglainternet.com

فَخَرَجَ حَتّٰى اَتَى سِيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ اَبُوْ جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِاَبِيْ بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ اَسْلَمَ اِلَّا لَحِقَ بِاَبِيْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللّٰهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ اِلَى الشَّامِ اِلَّا اعْتَرَضُوْا لَهَا فَقَتَلُوْهُمْ وَاَخَذُوْا اَمْوَالَهُمْ فَاَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللّٰهَ وَالرَّحِمَ ، لَمَّا اَرْسَلَ فَمَنْ اَتَاهُ فَهُوَ اٰمِنٌ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْهِمْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ حَتّٰى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ اَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوْا اَنَّهُ نَبِيُّ اللّٰهِ وَلَمْ يُقِرُّوْا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، وَحَالُوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ ، وَبَلَغَنَا اَنَّهُ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنْ يَرُدُّوا اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا اَنْفَقُوْا عَلٰى مَنْ هَاجَرَ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لَا يُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، اَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَيْنِ قُرَيْبَةَ بِنْتَ اَبِيْ اُمَيَّةَ وَبِنْتَ جَرْوَلِ الْخُزَاعِيِّ فَتَزَوَّجَ قُرَيْبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الْاُخْرٰى اَبُوْ جَهْمٍ فَلَمَّا اَبَى الْكُفَّارُ اَنْ يُقِرُّوْا بِاَدَاءِ مَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ وَالْعُقْبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُوْنَ اِلٰى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَاَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَاَمَرَ اَنْ يُعْطٰى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّائِيْ هَاجَرْنَ وَمَا نَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ اِيْمَانِهَا ، وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا بَصِيْرِ بْنَ اُسَيْدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ ، فَكَتَبَ الْاَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْاَلُهُ اَبَا بَصِيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ

banglainternet.com

২৫৪৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)......... মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত, তাদের উভয়ের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনার সমর্থন করে তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার সময় বের হলেন। যখন সাহাবীগণ রাস্তার এক জায়গায় এসে পৌছলেন, তখন নবী ﷺ বললেন, 'খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কুরাইশদের অশ্বারোহী অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে গোমায়ম নামক স্থানে অবস্থান করছে। তোমরা ডান দিকে চল।' আল্লাহ্‌র কসম! খালিদ মুসলমানদের উপস্থিতি টেরও পেলো না, এমনকি যখন তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাতে ধূলিরাশি দেখতে পেল, তখন সে কুরাইশদের সংবাদ দেওয়ার জন্য ঘোড়া দৌড়িয়ে চলে গেল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অগ্রসর হয়ে যখন সেই গিরিপথে পৌছলেন, যেখান থেকে মক্কার সোজা পথ চলে গিয়েছে, তখন নবী ﷺ-এর উটনী বসে পড়ল। লোকজন (তাকে উঠাবার জন্য) 'হাল-হাল' বলল, কাস্ওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'কাসওয়া ক্লান্ত হয়নি এবং তা তার স্বভাবও নয় বরং তাকে তিনিই আটকিয়েছেন যিনি হাতি বাহিনীকে আটকিয়েছিলেন।' তারপর তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহ্‌র সম্মানিত বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন বিষয়ের সম্মান প্রদর্শনার্থে কিছু চাইলে আমি তা পূরণ করব।' এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াল। রাবী বলেন, নবী ﷺ তাদের পথ ত্যাগ করে হুদায়বিয়ার শেষপ্রান্তে অল্প পানিবিশিষ্ট কূপের কাছে অবতরণ করেন। লোকজন তা থেকে অল্প-অল্প পানি নিচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন পানি শেষ করে ফেলল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোষ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং সে তীরটি সেই কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্‌র কসম, তখন পানি উপচে উঠতে লাগল, এমনকি সকলেই তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পানি পান করলেন। এমন সময় বুদায়ল ইব্ন ওয়ারকা খুযাঈ তার খুযাআ গোত্রের কিছু লোক নিয়ে এল। তারা তিহামাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আন্তরিক হিতাকাঙ্খী ছিল। বুদাইল বলল, আমি কাব ইব্ন লুওয়াই ও আমির ইব্ন লুওয়াইকে রেখে এসেছি। তারা হুদায়বিয়ার প্রচুর পানির নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে শাবক সহ দুগ্ধবতী অনেক উষ্ট্রী। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতে বাধা প্রদান করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি তো কারো সংগে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং উমরা করতে এসেছি। যুদ্ধ নিঃসন্দেহে কুরাইশদের দুর্বল করে ফেলেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা যদি চায়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নিবে। যদি আমি তাদের উপর জয়ী হই তাহলে অন্যান্য লোক ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও চাইলে তা করতে পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়টুকুতে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' বুদায়ল বলল, 'আমি আপনার বক্তব্য তাদের কাছে পৌছিয়ে দিব।' এরপর বুদায়ল কুরাইশদের কাছে এসে বলল, আমি সেই লোকটির (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছে কিছু কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি চাও, তাহলে তোমাদের তা শোনাতে পারি।' তাদের মধ্যে নির্বোধ লোকেরা বলল, 'তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না।' কিন্তু তাদের বিবেকবান লোকেরা বলল, 'তুমি তাঁকে যা বলতে শুনেছ, আমাদেরকে তা বল।' তারপর বুদায়ল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন, সব তাদের শুনাল। তারপর উরওয়া ইব্ন মাসউদ উঠে

banglainternet.com

দাঁড়িয়ে বলল, 'হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' উরওয়া বলল, 'তোমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও?' তারা বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই।' উরওয়া বলল, 'আমার সম্বন্ধে তোমাদের কি কোন অভিযোগ আছে?' তারা বলল, না। উরওয়া বলল, তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য উকাযবাসীদের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং তারা আমাদের আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি ও আমার অনুগতদের নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলাম? তারা বলল, হ্যাঁ, জানি। উরওয়া বলল, এই লোকটি তোমাদের কাছে একটি ভাল প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও এবং আমাকে তার কাছে যেতে দাও। তারা বলল, আপনি তাঁর কাছে যান। তারপর উরওয়া নবী ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। নবী ﷺ তার সঙ্গে কথা বললেন, যেমনিভাবে বুদায়লের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। উরওয়া তখন বলল, হে মুহাম্মদ, আপনি কি চান যে, আপনার কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন, আপনি কি আপনার পূর্বে আরববাসীদের এমন কারো কথা শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? আর যদি অন্য রকম হয়, (তখন আপনার কি অবস্থা হবে?) আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পাচ্ছি যাঁরা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে। তখন আবূ বকর (রা) তাকে বললেন, তুমি লাত দেবীর লজ্জাস্থান চেটে খাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব। উরওয়া বলল, সে কে? লোকজন বললেন, আবূ বকর। উরওয়া বলল, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আমার উপর যদি আপনার ইহসান না থাকত, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কথার জবাব দিতাম। রাবী বলেন, উরওয়া পুনরায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়িতে হাত দিত। তখন মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিল একটি তরবারী ও মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। উরওয়া যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়ির দিকে তার হাত বাড়াতো মুগীরা (রা) তাঁর তরবারীর হাতল দিয়ে তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়ি থেকে তোমার হাত হটাও। উরওয়া মাথা তুলে বলল, এ কে? লোকজন বললেন, মুগীরা ইব্‌ন শুবা। উরওয়া বলল, হে গাদ্দার! আমি কি তোমার গাদ্দারীর পরিণতি থেকে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিনি? মুগীরা (রা) জাহেলী যুগে কিছু লোকদের সাথে ছিলেন। একদিন তাদের হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমার ইসলাম মেনে নিলাম, কিন্তু যে মাল তুমি নিয়েছ, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর উরওয়া চোখের কোণ দিয়ে সাহাবীদের দিকে তাকাতে লাগল। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোন আদেশ দিলে তা তাঁরা সংগে সংগে পালন করতেন। তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানির জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা নীরবে তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণ তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। তারপর উরওয়া তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার কওম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম) কিসরা (পারস্য) ও নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার) সম্রাটের দরবারে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের ন্যায় এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

banglainternet.com

যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সংগে সংগে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে পালন করেন; তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমন কি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না। তিনি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও। তা শুনে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও। লোকেরা বলল, যাও। সে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবীগণের কাছে এল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ হলো অমুক ব্যক্তি এবং এমন গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে থাকে। তোমরা তার কাছে কুরবানীর পশু নিয়ে আস। তারপর তার কাছে তা নিয়ে আসা হলো এবং লোকজন তালবিয়া পাঠ করতে করতে তার সামনে এলেন। তা দেখে লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ্! এমন সব লোকদেরকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। তারপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি কুরবানীর পশু দেখে এসেছি, সেগুলোকে কিলাদা পরানো হয়েছে ও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের কা'বা যিয়ারত বাধা প্রদান সঙ্গত মনে করি না। তখন তাদের মধ্য থেকে মিকরায ইব্ন হাফ্স নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। তারা বলল, তাঁর কাছে যাও। তারপর সে যখন মুসলিমদের নিকটবর্তী হল, নবী ﷺ বললেন, এ হল মিকরায আর সে দুষ্ট লোক। সে নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সুহায়ল ইব্ন আম্র এল। মা'মার বলেন, ইকরিমা (র) সূত্রে আইয়ুব (র) আমাকে বলেছেন যে, যখন সুহায়ল এল তখন নবী ﷺ বললেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।' মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, সুহায়ল ইব্ন আম্র এসে বলল, আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। তারপর নবী ﷺ একজন লেখককে ডাকলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন, (লিখ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এতে সুহায়ল বলল, আল্লাহ্র কসম! রাহমান কে - ? আমরা তা জানি না, বরং পূর্বে আপনি যেমন লিখতেন, লিখুন بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ . মুসলিমগণ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ছাড়া আর কিছু লিখব না। তখন নবী ﷺ বললেন, লিখ, بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ তারপর বললেন, এটা যার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (স)। তখন সুহায়ল বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলেই বিশ্বাস করতাম, তাহলে আপনাকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দিতাম না এবং আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হতাম না। বরং আপনি লিখুন, আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ (এর তরফ থেকে)। তখন নবী ﷺ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রাসূল; কিন্তু তোমরা যদি আমাকে অস্বীকার কর তবে লিখ, আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ।' যুহরী (র) বলেন, এটি এজন্য যে, তিনি বলেছিলেন, তারা যদি আল্লাহ্র পবিত্র বস্তুগুলোর সম্মান করার কোন কথা দাবী করে তাহলে আমি তাদের সে দাবী মেনে নিব। তারপর নবী ﷺ বললেন, এ চুক্তি কর যে, তারা আমাদের ও কা'বা শরীফের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না, যাতে আমরা (নির্বিঘ্নে) তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়ল বলল, আল্লাহ্র কসম! আরববাসীরা যেন একথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাব গ্রহণে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে। বরং আগামী বছর তা হতে পারে। তারপর লেখা হলো। সুহায়ল বলল, এ-ও লিখা হউক যে, আমাদের কোন লোক যদি আপনার কাছে চলে আসে এবং সে যদিও আপনার দীন গ্রহণ করে থাকে, তবুও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! যে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে? এমন সময় আবূ জানদাল

banglainternet.com

ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন আম্‌র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেড়ী পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। সুহায়ল বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হলো তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুহায়ল বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কখনো সন্ধি করব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কেবল এ লোকটিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও। সে বলল, না, এ অনুমতি আমি দেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি এটা কর। সে বলল, আমি তা করব না। মিকরায বলল, আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিলাম। আবূ জানদাল (র) বলেন, হে মুসলিম সমাজ, আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি। আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি। আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাকে অনেক নির্যাতিত করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম এবং বললাম, আপনি কি আল্লাহ্‌র সত্য নবী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমরা কি হকের উপর নই আর আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা হলে দীনের ব্যাপারে কেন আমরা এত হেয় হবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি অবশ্যই রাসূল; অতএব আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না, অথচ তিনিই আমার সাহায্যকারী।' আমি বললাম, আপনি কি আমাদের বলেন নাই যে, আমরা শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কি এবছরই আসার কথা বলেছি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কা'বা গৃহে যাবে এবং তাওয়াফ করবে। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'হে আবূ বকর। তিনি কি আল্লাহ্‌র সত্য নবী নন?' আবূ বকর (রা) বললেন, 'অবশ্যই।' আমি বললাম, আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের উপর নয়? আবূ বকর (রা) বললেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তবে কেন এখন আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এত হীনতা স্বীকার করব? আবূ বকর (রা) বললেন, 'ওহে! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তিনি তাঁর রবের নাফরমানী করতে পারেন না। তিনিই তাঁহার সাহায্যকারী। তুমি তাঁর অনুসরণকে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সত্যের উপর আছেন।' আমি বললাম, তিনি কি বলেননি যে, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তার তাওয়াফ করব? আবূ বকর (রা) বললেন, অবশ্যই। কিন্তু তুমি এবারই যে যাবে একথা কি তিনি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। আবূ বকর (রা) বললেন, 'তবে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাবে এবং তার তাওয়াফ করবে।' যুহরী (র) বলেন যে, উমর (রা) বলেছেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফ্‌ফারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবাদেরকে বললেন, 'তোমরা উঠ এবং কুরবানী কর ও মাথা কামিয়ে ফেল।' রাবী বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ তিনবার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না।' তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে এসে লোকদের এই আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোন কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন।' সেই অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হল যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে

banglainternet.com

লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে কয়েকজন মুসলিম মহিলা এলেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করলেন ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ الْاٰيَةَ হে মুমিনগণ! মুমিন মহিলারা তোমাদের কাছে হিজরত করে আসলে, .....কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। ৬০ঃ১০। সেদিন উমর (রা) দু'জন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন, তারা ছিল মুশরিক থাকাকালে তাঁর স্ত্রী। তাদের একজনকে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া বিয়ে করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় ফিরে আসলেন। তখন আবূ বাসীর (রা) নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু'জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূর্ণ করুন)। তিনি তাঁকে ঐ দুই ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হুলায়ফায় পৌছে অবতরণ করল আর তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল। আবূ বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! হে অমুক, তোমার তরবারীটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারীটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবূ বাসীর (রা) বললেন, তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা দেখাও। তারপর লোকটি আবূ বাসীরকে তলোয়ারটি দিল। আবূ বাসীর (রা) সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদীনায় এসে পৌছল এবং দৌড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখে বললেন, এই লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। ইতিমধ্যে লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে পৌছে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম। এমন সময় আবূ বাসীর (রা)-ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী, কেউ যদি তাকে বিরত রাখত। আবূ বাসীর (রা) যখন একথা শুনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবার তিনি কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। রাবী বলেন, এ দিকে আবূ জানদাল ইব্ন সুহায়ল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবূ বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো, সে-ই আবূ বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহ্র কসম! তাঁরা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন আর তাদের হত্যা করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন। তখন কুরাইশরা নবী ﷺ-এর নিকট লোক পাঠাল। আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার ওয়াসীলা দিয়ে আবেদন করল যে, আপনি আবূ বাসীরের কাছে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না)। তারপর নবী ﷺ তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন। এসময় আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ থেকে حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ পর্যন্ত। অর্থ ঃ তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে বিরত রেখেছেন..... জাহেলী যুগের অহমিকা পর্যন্ত ৪৮ ঃ ২৬। তাদের অহমিকা এই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ্র নবী বলে স্বীকার করেনি এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ মেনে নেইনি; বরং বায়তুল্লাহ্ ও মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

banglainternet.com

করেছিল। উকাইল (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (র) বলেন যে, আমার কাছে আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলিম মহিলাদের পরীক্ষা করতেন এবং আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেন, মুসলমানগণ যেন মুশরিক স্বামীদের সে সব খরচ আদায় করে দেয়, যা তারা তাদের হিজরতকারী স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে এবং মুসলিমদের নির্দেশ দেন যেন তারা কাফির স্ত্রীদের আটকিয়ে না রাখে। তখন উমর (রা) তাঁর দুই স্ত্রী কুরায়বা বিন্‌তে আবূ উমায়্যা ও বিনতে জারওয়াল খুযায়ীকে তালাক দিয়ে দেন। এরপর কুরায়বাকে মু'আবিয়া ও অপর জনকে আবূ জাহাম বিয়ে করে নেয়। তারপর কাফিররা যখন মুসলমানদের তাদের স্ত্রীদের জন্য খরচকৃত অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করল, তখন নাযিল হল ঃ وَ اِنْ فَاتَكُمْ شَئٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তোমরা তার বদলা নিবে। ৬০ ঃ ১১ বদলা হলঃ কাফিরদের স্ত্রী যারা হিজরত করে চলে আসে, তাদের কাফির স্বামীকে মাহর মুসলিমদের যা দিতে হয়, এ সম্বন্ধে নবী ﷺ নির্দেশ দেন যে, তারা যেন মুসলিমদের যে সব স্ত্রী চলে গেছে ঐ অর্থ তাদের মুসলিম স্বামীদেরকে দিয়ে দেয়। (যুহরী (র) আরো বলেন) এমন কোন মুহাজির রমণীর কথা আমাদের জানা নেই, যে ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে চলে গেছে। আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আবূ বাসীর ইব্‌ন আসীদ সাকাফী (রা) ঈমান এনে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে নবী ﷺ-এর কাছে হিজরত করে চলে আসলেন। তখন আখনাস ইব্‌ন শারীক আবূ বাসীর (রা)-কে ফেরত চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পত্র লিখল। তারপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন।

## ١٧٠٢. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَاَلَ بَعْضَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يُّسْلِفَهُ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٌ اِذَا اَجَّلَهُ فِى الْقَرْضِ جَازَ

১৭০২. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা। লায়িস (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, সে ব্যক্তি জনৈক বানূ ইসরাঈলের নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার চাইলে সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে তা দিল। ইবনে উমর (রা) এবং আতা (র) বলেন, ঋণের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারিত করে নিলে তা জায়েয

## ١٧٠٣. بَابُ الْمُكَاتَبِ وَمَالاَ يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوْطِ الَّتِىْ تُخَالِفُ كِتَابَ اللّٰهِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِى الْمُكَاتَبِ شُرُوْطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

banglainternet.com

১৭০৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতব প্রসংগে এবং যে সব শর্ত কিতাবুল্লাহর পরিপন্থী তা বৈধ নয়। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) মুকাতব সম্পর্কে বলেন, গোলাম ও মালিকের মধ্যে সম্পাদিত শর্তই ধর্তব্য। ইব্‌ন উমর

অথবা উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের (কুরআনের) বিরোধী যে কোন শর্ত বাতিল তা শত শর্ত হলেও

٢٥٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْاَلُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِيْ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ابْتَاعِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

২৫৪৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার কিতাবতের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে এল। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি (কিতাবতের সমুদয় প্রাপ্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিতে পারি এবং ওয়ালার অধিকার হবে আমার। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন, তিনি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালার অধিকার তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই! যে এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, সে তার অধিকারী হবে না যদিও শত শর্ত আরোপ করে।'

١٧٠٤. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْاِقْرَارِ وَالشُّرُوْطِ الَّتِيْ يَتَعَارَفُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَاِذَا قَالَ مِائَةٌ اِلَّا وَاحِدَةً اَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ رَجُلٌ لِكُرَيْبٍ اِرْحَلْ رِكَابَكَ فَاِنْ لَمْ اَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَنْ شَرَطَ عَلٰى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ اِنْ لَمْ اَتِكَ الْاَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بَيْعٌ ، فَلَمْ يَجِئْ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِيْ اَنْتَ اَخْلَفْتَ فَقَضٰى عَلَيْهِ

banglainternet.com

১৭০৪. পরিচ্ছেদ ঃ শর্ত আরোপ করা ও স্বীকারোক্তির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেওয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী প্রসংগে যখন কেউ বলে যে, এক বা দু' ব্যতীত একশ'? (তবে হুকুম কি হবে)। ইব্‌ন আওন (র) ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার (সওয়ারীর) কেরায়াদারকে বলল, তুমি তোমার সওয়ারী রাখ আমি যদি অমুক দিন তোমার সঙ্গে না যাই, তাহলে তুমি একশ' দিরহাম পাবে, কিন্তু সে গেলো না। কাযী শুরাইহ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিনা চাপে নিজের উপর কোন শর্ত আরোপ করে, তাহলে তা তার উপর বর্তায়। ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে আইয়ুব (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য-দ্রব্য বিক্রি করল এবং (ক্রেতা) তাকে বলল, আমি যদি বুধবার তোমার কাছে না আসি তবে তোমার আমার মধ্যে কোন বেচা-কেনা নেই। তারপর সে এল না। তাতে কাযী শুরাইহ (র) ক্রেতাকে বললেন, তুমি ওয়াদা খেলাপ করেছ। তাই তিনি ক্রেতার বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

٢٥٤٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

২৫৪৯ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিরান্নব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## ١٧٠٥. بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْوَقْفِ

১৭০৪. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে শর্তাবলী

٢٥٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ اَنْبَاَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَمِرُّهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اِنِّى اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَا لاَ قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِىْ مِنْهُ فَمَا تَاْمُرُبِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا اَنَّهُ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوْهَبُ وَلاَ تُوْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبٰى وَفِى الرِّقَابِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ

banglainternet.com

عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيْرِيْنَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً

২৫৫০ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কি আদেশ দেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলসত্ত্ব ওয়াক্‌ফে আবদ্ধ করতে এবং উৎপন্ন বস্তু সাদ্‌কা করতে পার।' ইব্ন উমর (রা) বলেন, 'উমর (রা) এ শর্তে তা সাদ্‌কা (ওয়াক্‌ফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।' তিনি সাদ্‌কা করে দেন এর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহ্‌র রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে যথাবিহিত খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তারপর আমি ইব্ন সীরীন (র)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ মাল জমা করে।

For more Islamic e-book : banglainternet.com